ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
৮ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০০০-২০০৬

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রতি এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

লুইস আলফোনসো ডি আল্বা
সভাপতি
জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল
ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
৮-১৪ এভেনিউ ডি লা পাইক্স
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্স: +৪১ ২২ ৯১৭৯০১২

প্রিয় জনাব ডি আল্বা,

বাংলাদেশ: লাগামহীন দূর্নীতি বন্ধে ব্যর্থতা বাংলাদেশকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের জন্য অনুপযোগী করে তুলছে

এটা হচ্ছে পাঁচটি চিঠির চতুর্থ চিঠি যা এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) বাংলাদেশের ভয়াবহ মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং এর কারণসমূহের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলকে লিখতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা এটা করছি, যদি বাংলাদেশ সদস্য হিসেবে আসন্ন তিন বছরের জন্য থাকার অনুমতি পায় যেমনটা তারা চেয়েছে, এবং যেহেতু কাউন্সিলের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, সে কারনে।

এই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিঠিতে আমরা লিখেছিলাম নির্যাতন ও বিচার বহির্ভুত হত্যা বন্ধ ও প্রতিকার করতে এবং বিচার বিভাগকে স্বাধীন করতে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে।

চতুর্থ চিঠিতে আমরা লাগামহীন দূর্নীতি- যার করণে বাংলাদেশ দূর্নাম কুড়াচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে আইনের শাসন ও মানবাধিকারের সেখানে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে।

জাতিসংঘের নিকট মানবাধিকার কাউন্সিলের আসন লাভের আগে ১৩ এপ্রিল ২০০৬ বাংলাদেশ সরকার তাদের বক্তব্যে বলেছিল যে, তারা "দূর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। সেখানে তারা উল্লেখ করেছিল যে, একটি কথিত স্বাধীন দূর্নীতি দমন কমিশন একটি নতুন আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় তদন্ত পরিচালনা করা ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনে সক্ষম। সেখানে অঙ্গীকার করা হয়েছিল "এর (দূর্নীতি দমন কমিশনরে স্বাধীনতার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত" রাখার।

অন্যান্যগুলি মত বাংলাদেশ সরকারের সকল কথাবার্তা বলার একটি যেটি মূল উদ্দেশ্য ছিল, তা হল- কাউন্সিলে নিজেদেরকে নির্বাচিত অবস্থায় দেখা; যদিও এসব আত্মপ্রশস্তিমূলক বক্তব্যের সাথে বাস্তবতার দূরত্ব অনেক বেশী। বস্তুত, দূর্নীতি দমন কমিশন সরকারের শৃঙ্খলে আটকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এর বাস্তবায়নজনিত সমস্যা, কর্ম ব্যবস্থাপনার অভাব

এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে। অতীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ব্যর্থ দুর্নীতি দমন ব্যুরো ছিল। নতুন আইন অনুযায়ী যদিও এই ব্যুরো বিলুপ্ত হয়েছে, সেটার কর্মচারীরা এই নতুন কমিশনের সাথে একিভূত/আত্মীকৃত হয়েছে; অধিকন্তু, কমিশনের সচিব একজন আমলা সরকারের অন্য বিভাগ থেকে যাকে বদলী করা হয়েছে, যা- "স্বাধীনতা" সম্পর্কে এবং এর জনবলের মর্যাদা সম্মন্ধেও প্রশ্ন তুলেছে। যদিও বলা হয়েছে যে, বিলুপ্ত ব্যুরো'র কর্মচারীরা পরবর্তিতে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, গভীরভাবে প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি আঘাত আসায় তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এবং শুরু থেকেই সেখানে কমিশনের কাঠামো ও জনবলের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক চলছিল যা এখনও শেষ হয়নি। তথাপি, আজ অবধি কমিশনের জন্য কোন বিধিমালা তৈরী হয়নি, যা- আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব- এবং যেটা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি ঠিকমত কাজ করতে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে, আজ পর্যন্ত কমিশন একটিও তদন্ত সম্পন্ন করতে পারেনি, এবং কোন ব্যবস্থাও কারো বিরুদ্ধে গৃহীত হয়নি বা দুর্নীতি'র দায়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়নি এর কাজের মাধ্যমে।

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পরও বাংলাদেশে দুর্নীতি দূরীকরণে এই দুর্নীতি দমন কমিশন এখনও পর্যন্ত অক্ষম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি সরকারের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দাপ্তরিক লেনদেনের সাথে প্রায় ওতোপ্রতোভাবে জড়িত, বিশেষ করে, পুলিশী কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলো সম্পৃক্ত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ক্রমিকভাবে বিগত পাঁচ বছর যাবত বিশ্বে দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের যে তালিকা করেছে সেখানে বাংলাদেশের নাম সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। একজন মন্ত্রী, সিভিল প্রশাসনের মধ্যে যার অধীনস্ত দপ্তরকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছিল, তিনি গবেষকদের ডেকে নিয়ে গালিগালাজ করে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

আমাদের পূর্ববর্তি চিঠিতে এএইচআরসি বর্ণনা করেছিল, কিভাবে দুই ব্যক্তিকে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন গ্রেপ্তার করে পরিবারের পক্ষ থেকে জীবনের বিনিময়ে অর্থ দিতে কথিত ব্যর্থতা পর হত্যা করা হয়। আরেকটি উদাহরণ আছে উল্লেখ করার মত, ২০০৫ সালের ২৭ জুন বগুড়া কারাগারে আব্দুর রাজ্জাকের মা কারাগারের চিকিৎসককে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত অর্থ যোগাড় করতে না পারায় চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করার পর তার মৃত্যু হয়। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, কিছু টাকা ঘুষ দেওয়ার পরও তার ছেলেকে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি, রাজ্জাকের মা তখন অভিযোগ করেন কর্তৃপক্ষের কাছে, যারা অভিযোগের জবাবে কারাগারে একদল লোককে নিয়োগ করেছিলো প্রান থাকা পর্যন্ত রাজ্জাকের উপর নির্যাতন চালানোর জন্য। ফলশ্রুতিতে, সে মারা যায়।

দুর্নীতি বাংলাদেশে কখনও কখনও এই উদাহরণটি মত জীবন-মৃত্যু'র প্রশ্ন। কিন্তু, তার চেয়েও বেশী হল সাধারণ দরিদ্র মানুষের কাছে এটা জীবন সংগ্রামের অংশ যাদের রাষ্ট্র ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোর ভুমিকার প্রতি আস্থা ধীরে ধীরে নিস্পেশিত হচ্ছে। কর্মকর্তাদের কারো স্বাভাবিক বা ভদ্রচিত কোন আচরণেও কারোও কোন প্রকার আস্থা নেই। দেশব্যাপী অর্থলিপ্সু পুলিশ ও নিম্নপদস্থ আমলারা যেখানে জনগণের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নিয়মিত হস্তক্ষেপ করে, সেখানে সফল সামাজিক উন্নতি এক অসম্ভব ব্যাপার। দুর্নীতি পদক্ষেপগুলোকে হত্যা করে। সকল কর্মপন্থা দুর্নীতির মোড়কে মোড়ানো। যোগ্য মানুষেরাও বাংলাদেশে ভবিষ্যতে উন্নতির কোন আশা না দেশে বিদেশে পাড়ি জমায়। যারা দেশে অবস্থান করে সফল হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত তাদেরকে জানতে হয় কিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ, প্রসিকিউটর, রাজনীতিবিদ এবং কর্মকর্তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ ও সহাবস্থান করতে হয়। স্বল্প সামর্থের মানুষদের নুন্যতম দৃষ্টি আকর্শন ও সম্ভাব্য নেতিবাচক ফলাফল এড়িয়ে জীবনটাকে চালিয়ে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হয়।

এএইচআরসি ব্যাপকভাবে সন্দিহান যে, দুর্নীতি দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকারের আদৌ কোন কার্যকর সদিচ্ছা আছে কি-না। যদি তাদের এমন কোন ইচ্ছা থাকতো, তাহলে, এতদিনে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনটি পর্যাপ্ত দৃঢ়তার সাথে অভিযোগের ক্ষেত্রে কঠিন পদক্ষেপ দেখানোর মাধ্যমে পরিপূর্ণ কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হত: যা ব্যতীত দুর্নীতি দমন বিষয়ক কথাবার্তা একেবারেই অনর্থক। যখন হংকং সরকার তার নিজস্ব স্বাধীন দুর্নীতি বিরোধী কমিশন (ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন এ্যগেইন্ষ্ট কোরাপশন- আইসিএসি) গঠন করেছিল, তারা একে {কমিশনকে] ব্যপক তদন্ত, গ্রেপ্তার ও বিচার করার ক্ষমতার গ্যারান্টি এবং সম্পদ দিয়েছিল, যার ফলে জনপদটিতে আমলাতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবন যাত্রা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আমূল বদলে গিয়েছিল। বাংলাদেশের নতুন কমিশন অনুরূপ ভুমিকা পালনে সক্ষম হবে কি-না, বা দেশটির রাজনৈতিক প্রভুদের তরফ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য মিলবে কি-না, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে,

বাংলাদেশের মানুষ ভোগ করতে থাকবে বিপুল ও অশেষ চাহিদা যা- মানবাধিকার উপভোগের কোন প্রকার সম্ভাবনা এবং যেকোন সময়ের জাতীয় উন্নয়নের সম্ভাবনা, উভয় দাবিকেই ধ্বংশের প্রান্তে নিয়ে যাবে।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন আবারও স্মরণ করছে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার করেছে যে, তারা "কাউন্সিলের মেয়াদকালে সর্বজনীন মেয়াদী পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ মেকানিজম) এর অধীনে তাদের মেয়াদকালে পর্যালোচনা (রিভিউ)'র মুখোমুখী হতে সদা প্রস্তুত থাকবে"। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন চতুর্থ বারের মত কাউন্সিলকে উক্ত অঙ্গীকারটি স্মরণ করতে এবং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য যত শীঘ্র তা সুনিশ্চিতভাবে করা যায়, করতে আহ্বান জানাচ্ছে। জনগণকে শ্বাসরোধ করার উপক্রম দুর্নীতি বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা অসহনীয়। এটা প্রতিদিনই বাংলাদেশের মানুষের মানুষের নৈতিক মনোবল ধ্বংশ করছে, যেখান থেকে ফিরে আসার কোন উপায় নেই। এটা কোন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, যারা জনগণের বৈধ উচ্চাভিলাশের সাথে ২১ শতকের দিকে ধাবিত হচ্ছে; বরং লোলুপ পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী, প্রসিকিউটর এবং প্রশসকদের অসহনীয় চাহিদার দ্বারা এটা পশ্চাদপদ ও পিছনদিকে ধাবমান।

আমি অনুরোধ করবো যে, আপনার দপ্তর এই চিঠিকে কাউন্সিলের সকল সদস্যদের বিবেচনার জন্য পৌছে দেয়া হোক।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, জেনেভা।
২। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।